দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 11 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

44

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

তের বছরেও পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনার গড়ে উঠেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বয়স ১৩ বছর পূর্ণ হলেও আজ পর্যন্ত এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনার নির্মিত হয়নি।

শহীদ মিনার বাঙালি জাতীয়তাবোধের উজ্জ্বল প্রতীক। বাংলাভাষার জন্য সংগ্রামে শাহাদাতবরণকারীদের স্মৃতির প্রতি বাঙালি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতীক হচ্ছে শহীদ মিনার। অথচ দীর্ঘ ১৩ বছর পরও এখানে সেই পূর্ণাঙ্গ প্রতীকটি গড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে এর মৌলবাদী প্রশাসন ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার গড়ে তোলার বিষয়টিকে ধর্মীয়ভাবে নাজায়েজ এবং তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ফলে ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ৪ জনকে বহিষ্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে সেই বহিষ্কারাদেশ তারা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

এরপর ১৯৮৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বহিষ্কারাদেশের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে প্রগতিশীল ছাত্ররা ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের ঘোষণা দিলে তৎকালীন মৌলবাদী উপাচার্য ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে উদ্যোগী ছাত্ররা কর্তপক্ষের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার পর পুলিশ মোতায়েনের আগে ভাগে সেদিনই রাতের অন্ধকারে ক্যাম্পাসে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, পুলিশ প্রশাসন শহীদ মিনার নির্মাণে ছাত্রদের বাধা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৯০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থানান্তরিত হয় কুষ্টিয়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম ১৯৯১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শান্তিডাঙা দুলালপুর ক্যাম্পাসে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের দক্ষিণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই ভিত্তিপ্রস্তর অদ্যাবধি একটি পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনারে রূপান্তরিত হয়নি। এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ পাঁচজন উপাচার্য বদল হলেও শহীদ মিনার নির্মাণের ব্যাপারে তাদের কেউই বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ছাত্রছাত্রী, ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর তরফ থেকে পূর্ণাঙ্গ শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি বারংবার উচ্চারিত হলেও তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবল আশ্বাসের বাণী জানিয়েছেন, বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।